তাণ্ডব

সুনীল নারিনের তাণ্ডবে সর্বোচ্চ রান নাইটদের

১০

সংবাদ প্রতিদিন

কেরিয়ার guide

জিওগ্রাফার হতে প্যাকেজ হও

৬

sangbadpratidin.in epratidin.in | ২১ চৈত্র ১৪৩০ ৪.০০ টাকা | * | বড়জোড়া সংস্করণ বৃহস্পতিবার | ৪ এপ্রিল ২০২৪ | পরিষ্কার আকাশ সর্বনিম্ন ২৫°/৩৭° সর্বাধিক ১০ পাতা

১০ লক্ষ বিপন্ন চা-শ্রমিকের সমস্যা সুরাহায় আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

বঙ্গে আজ মমতা-মোদি দ্বৈরথ

কিংশুক প্রামাণিক
চালসা

ভরদুপুরে গাড়ি থেকে নেমে যিনি এককাপ চা পাওয়া যাবে কি না জানতে চাইছেন তিনি একজন মুখ্যমন্ত্রী। চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামের ছোট্ট চা-দোকানের কত্তা-গিন্নি তখন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। দুয়ারে দিদি।

অতঃপর যা হল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই হাত লাগালেন চায়ে। থালায় সাজালেন কাপ। একটি একটি করে সব কটি চায়ে পূর্ণ করলেন। থালা এগিয়ে দিলেন দোকানির দিকে। জনগণকে নিজে চা হাতে তুলে দিলেন না, পাছে নালিশ হয় তাই। ততক্ষণ ভিড় উপচে পড়েছে পাড়াগাঁয়ের দীনবন্ধু রায়ের চায়ের দোকানে।

একটু আগে এমনই এক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলাম মেটেলির আইভিল চা বাগানে। গাড়ি থামিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঢুকে গেলেন বাগানের ভিতর। ঢেউ-খেলানো চা প্রান্তর থেকে তখন পিল পিল করে ছুটে আসছেন শ্রমিকরা। কাজ ফেলে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে। মমতা তাঁদের সঙ্গে গল্প করলেন। সংসারের কথা। রোজগারের রোজনামচা। তাঁর 'চা সুন্দরি'র কথাও। এমনকী হিন্দি না সাদ্রি ভাষায় সেখানে স্কুল চলে তাও জানতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। কিন্তু শুনলেন, কী কাজ করেছেন বললেন, কিন্তু নির্দেশ দিলেন না।

একইভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ছোট ছোট চা বাগানের মালিক-শ্রমিকরা। পোকার জন্য তাঁদের চা কেনা বন্ধ হওয়ায় ১০ লক্ষ শ্রমিক বিপন্ন। তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন কিছু করতে পারবেন না। কিন্তু প্রশাসনের কী করা উচিত সেই আবেদন রাখলেন ডিএমদের প্রতি।

চায়ের দোকানে চা করা অথবা চা বাগানে ঢুকে দুটি কুঁড়ি একটি পাতায় হাত তিনি এই প্রথম দিলেন তা নয়। কিন্তু বুধবার তিনটি টুকরো পর্বের অবশ্যই রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। এই যে তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন না অথচ জনসংযোগে নিবিড় হয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন, মানুষের অভাব অভিযোগ শুনছেন তাতেই রক্তচাপ বাড়ছে বিরোধী শিবিরে।

টর্নেডো বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ এসে তিনি যে থেকে যাবেন এবং প্রতিদিন গ্রামের পর গ্রামে ঘুরবেন সেটা আঁচ করতে পারেননি ভারতীয় জনতা পার্টির উত্তরের নেতারা। ঝড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে ছুটে আসা এবং রাতভর ত্রাণ উদ্ধারে ডুবে থেকে মমতা আবার উত্তরকে বার্তা দিয়েছেন, বিপদে তিনিই থাকেন। ভোট পেলেও থাকেন, না পেলেও। বস্তুত মমতার এই সারপ্রাইজ ভিজিটে ভোটের মুখে অঙ্ক এলোমেলো বিজেপি নেতৃত্বের। বিশেষ করে চা বাগানে।

ঠিক এই আবহে আজ বৃহস্পতিবার কোচবিহারে মুখোমুখি নরেন্দ্র মোদি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদির সভা শহরের রাসমেলা মাঠে। আর মমতার প্রথম স্ট্র্যাটেজিক মিটিং মাথাভাঙায়। পরেরটি মালবাজারে। যেখানেও দশমীর রাতে হড়পা বান এসে মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে শুনে এমনই ঝটিকা সফরে এসে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

পাঁচের পাতায়

■ মেটেলির আইভিল চা-বাগানে শ্রমিকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার। —প্রতিদিন চিত্র

প্রতিশ্রুতি রাখেনি বিজেপি, বিস্ফোরক অনন্ত

স্টাফ রিপোর্টার, কোচবিহার : "বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেটা পালন করেনি।" লোকসভা নির্বাচনের মাঝে ফের বেসুরো বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ নগেন রায় (অনন্ত মহারাজ)। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে কর্মসূচির প্রাক মুহূর্তে পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে ফের সরব হয়েছেন অনন্ত। শুধু তাই নয়, মোদির সভায় তিনি যাবেন কি না তা নিয়েও ধোঁয়াশা জারি রেখেছেন। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনাটি অস্বস্তি বাড়িয়েছে বিজেপি নেতৃত্বের। যদিও বেসুরো রাজ্যসভা সাংসদ প্রসঙ্গে কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছেন দলের জেলা নেতৃত্ব।

বুধবার গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের নেতা তথা রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ অনন্ত মহারাজ বলেন, "বিজেপি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কোনওটাই পূরণ করেনি। কেন্দ্র সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময় রাজনাথ সিংয়ের কাছে তাদের দাবি ছিল পৃথক রাজ্যের। রাজনাথ সিং আশ্বাস দিয়েছিলেন, পৃথক রাজ্য সাংবিধানিকভাবে এখন প্রদান করা সম্ভব নয়, তবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রদান করা হবে। তার জন্য বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে হবে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মেনে বিজেপির কোচবিহারের প্রার্থীকে তাঁরা জয়ী করেছিলেন। বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, তবে সেই প্রতিশ্রুতি পালন হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণ কাকে ভোট দেবেন সেটা তাঁরাই ঠিক করবেন।"

বিজেপি নেতৃত্ব কোনও মন্তব্য না করতে চাইলেও ইঙ্গিতপূর্ণভাবে অনন্ত মহারাজের অবস্থান বিজেপির পক্ষে যে যাচ্ছে না তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের দাবি, অনন্ত মহারাজ সশরীরে বিজেপির কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকলেও তিনি যে গত লোকসভা নির্বাচন বা বিধানসভার মতো সাংগঠনিকভাবে এবার বিজেপিকে সমর্থন করছেন না, তা তাঁর মন্তব্যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনন্ত অনুগামীদের একাংশের দাবি, সরাসরি কর্মী-সমর্থকদের বিজেপিকে সমর্থন করতে বাধা না দিলেও, ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে অনন্ত মহারাজ স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে, ''দাবি পূরণ হয়নি, কাজেই কাকে ভোট দেবেন সেটা আপনারাই ঠিক করে নিন।'' গ্রেটার সংগঠনের ব্যাপক সমর্থন গত লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার-সহ উত্তরবঙ্গে বিজেপি পেয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে অনন্ত মহারাজের এই অবস্থান এখন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজেপি নেতৃত্বদের। তৃণমূলকে কেপিপির একাংশ প্রকাশ্যে সমর্থন জানানোয় বিজেপির অস্বস্তি আরও বেড়েছে।

ভিতরের পাতায়

■ কেন্দ্রের তরফে বিশেষ সতর্কতা জারি হল অ্যাপেলের ডিভাইস ব্যবহারকারীদের জন্য।

■ কেজরির গ্রেপ্তার অসাংবিধানিক, সওয়াল সিংভির। রায় সংরক্ষিত রাখল আদালত।

■ তারাপীঠে পুজো দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার। —হাবিব তানভির

বীরভূমে গিয়ে বললেন অভিষেক

'বিজেপি করলে অনুব্রতকে জেলে যেতে হত না'

নন্দন দত্ত
তারাপীঠ

অনুব্রত মণ্ডল যদি বিজেপিতে চলে যেতেন, তাহলে ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে যেতেন। বিজেপিতে যাননি তাই জেল খাটছেন। সরাসরি এভাবেই তিহার জেলে বন্দি অনুব্রতর পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে কড়াভাষায় তোপ দাগলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তারাপীঠে এসে বীরভূম ও বোলপুর, দুই লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক শেষে অভিষেক সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। বিজেপির দ্বিচারিতা রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন,''যেভাবে শুভেন্দু অধিকারী থেকে অজিত পাওয়ার গিয়েছেন, নারায়ণ রানে গিয়েছেন এবং তাঁদের দোষ ওয়াশিং মেশিনে সাফ হয়ে গিয়েছে। যাঁদের হাতে করে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে তাঁরা সাফ, পরিষ্কার। সাতদিন আগে নবীন জিন্দাল বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক কোল ব্লকে অনিয়মের অভিযোগ আছে। তিনি এখন ধোয়া তুলসীপাতা।'' বীরভূমের সাংগঠনিক বৈঠকেও এদিন সরাসরি কাউন্সিলর ও পঞ্চায়েত প্রধানদেরও চরম সতর্ক বার্তা দিয়েছেন অভিষেক। জানিয়েছেন, যদি তিনি দেখেন, লোকসভা ভোটে জয়ের ব্যবধান কমেছে, তবে ভোটের পরে বুথ ধরে ধরে তিনি দলের জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। তাঁর কথার অন্যথা হবে না। এরপরই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান,''জেলার কোথাও দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রেয়াত করা হবে না। গতবারের চেয়ে এবার বেশি মার্জিনে দুই আসন জিতবে তৃণমূল।'' বৈঠক শেষে তারাপীঠ মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন অভিষেক।

পাঁচের পাতায়

এক ঝলক

ওয়েনাড় কেন্দ্রে রাহুলের মনোনয়ন

■ তিরুবনন্তপুরম : বুধবার কেরলের ওয়েনাড় লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন জমা দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তাঁর পাশে ছিলেন বোন প্রিয়াঙ্কা। ২০১৯ সালে ওয়েনাড় থেকে রাহুল গান্ধী ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ভোটে জিতেছিলেন। কিন্তু পারিবারিক কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশের আমেথিতে তিনি হেরে যান। এবার ওয়েনাড়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজার পত্নী।

তাইওয়ানে প্রবল কম্পন, মৃত ৯

■ তাইপে : বুধবার ভোরে প্রবল ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটল পূর্ব এশিয়ার তাইওয়ানে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৪। প্রবল কম্পনে একাধিক বহুতল হেলে পড়ে। তাইওয়ান সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু জখমের সংখ্যা প্রায় হাজার। তাইওয়ানে ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে সুনামি সতর্কতা জারি হয় জাপানেও। তাইওয়ানের দক্ষিণে হুয়ালিয়েন সিটি ছিল ভূমিকম্পের উৎকেন্দ্র।

ওলিম্পিক পদক জয়ী বিজেপিতে

■ নয়াদিল্লি : লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন ওলিম্পিকে পদকজয়ী ভারতীয় বক্সার বিজেন্দ্র সিং। ২০০৮ সালে বেজিং ওলিম্পিকে বিজেন্দ্র ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিলেন। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দক্ষিণ দিল্লি কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু ভোটে তৃতীয় স্থান পান। এবার বিজেপি প্রার্থী হতে পারেন বলে জল্পনা।

প্রার্থী হচ্ছেন না ফারুক আবদুল্লা

■ নয়াদিল্লি : শারীরিক কারণে এবার ভোটে লড়ছেন না কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা। বুধবার ফারুকের পুত্র ওমর আবদুল্লা এই কথা জানিয়েছেন। ১৯৮০ সাল থেকে ২০১৯-এর মধ্যে মোট চারবার শ্রীনগর থেকে ফারুক সাংসদ হয়েছেন। ক্যানসার হওয়ায় এবার ভোটের প্রচারে থাকছেন না বিহারের বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদিও।

পাশে দুর্নীতিবাজরা, ভণ্ডামি করছেন মোদি, তির তৃণমূলের

অ্যাপে বাংলার বিজেপি নেতা-কর্মীদের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা বিরোধী দল ছেড়ে বিজেপিতে নাম লেখালেই তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা লঘু করে দেওয়া হচ্ছে। বারবার, এই নিয়ে কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধী শিবির। তবে লোকসভা ভোটের মুখে সেই বিতর্ক আবার উসকে দিলেন মোদি। আজ, বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গে ভোটপ্রচারে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার আগে বুধবার 'নমো অ্যাপ'-এর মাধ্যমে বাংলার বুথস্তরের কর্মীদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি কথা বলেন তিনি। সেখানে স্বভাবমতো রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ ও আবাস প্রকল্পে দুর্নীতি হয়েছে। এরপরেই, তাঁর অভিযোগের তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ মোদিকে পাল্টা আক্রমণ করে বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর মুখে দুর্নীতির প্রসঙ্গ ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়। প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি নিয়ে কথা বলছেন শুনলে ঘোড়াও হাসবে। কারণ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, শুভেন্দু অধিকারী, প্রফুল প্যাটেল, অজিত পাওয়ার, নারায়ণ রানেদের দুর্নীতিগ্রস্ত বলেছিল বিজেপি। এজেন্সি এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তৎপর হলেই এই দুর্নীতিগ্রস্তরা যখন বিজেপিতে নাম লেখান তখনই তাঁরা সাধু হয়ে যান। যেন তাঁরা ধোয়া তুলসী পাতা।" প্রসঙ্গত, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের প্রাপ্য হাজার হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। তা নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল। আর কেন্দ্রের এই বঞ্চনার জন্য প্রচারে বেরিয়ে বিজেপি নেতাদেরও আমজনতার প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সেদিক থেকে নজর ঘোরাতেই মোদির মুখে 'বিকাশ' ছেড়ে 'দুর্নীতি'র প্রসঙ্গ।

দুর্নীতিগ্রস্ত ও পরিবারবাদীরা একটা জোট গঠন করেছে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবারবাদীদের বিরুদ্ধে মোদি যে লড়াই শুরু করেছে তা জারি থাকবে। গত ১০ বছরে আপনারা যা দেখেছেন তা শুধু ট্রেলার মাত্র। এখনও আরও অনেক কিছু বাকি আছে।

নরেন্দ্র মোদি

যদি দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে বলতেই হয় তাহলে আগামীদিন প্রধানমন্ত্রী বাংলায় যত সভা করবেন সবকটি সভাতেই যেন সারদা ও নারদায় অভিযুক্ত, সিবিআইয়ের এফআইআরে নাম থাকা শুভেন্দু অধিকারী যেন আপনার মঞ্চে না থাকে।

তৃণমূল কংগ্রেস

এদিন ভার্চুয়াল আলাপচারিতায় মোদি বলেন, "বিজেপিকে আটকানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। কিন্তু তৃণমূলের সন্ত্রাস যেমন নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষণে রয়েছে, তেমনি বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বও নজর রাখছে।" এরপরেই, রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ ও আবাস দুর্নীতি নিয়ে সরব ছিলেন মোদি। তিনি বলেন, তৃণমূলের নীতির ফলে কেন্দ্রের প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে না বাংলার গরিব মানুষ। কেন্দ্রের সব প্রকল্পের টাকা হাতানো হয়েছে, নয়তো নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি ও পরিবারবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু হয়েছে তা বাংলায় কার্যকর হবে।" দুর্নীতির ইস্যুতে মোদির মন্তব্যে পাল্টা কুণাল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "যদি দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে বলতেই হয় তাহলে আগামীদিন প্রধানমন্ত্রী বাংলায় যত সভা করবেন সবকটি সভাতেই যেন সারদা ও নারদায় অভিযুক্ত, সিবিআইয়ের এফআইআরে নাম থাকা শুভেন্দু অধিকারী যেন আপনার মঞ্চে না থাকে। যদি তা না হয় তাহলে ধরে নিতে হবে আপনি দুর্নীতিগ্রস্তদের নেতা।"

এদিন, বিভিন্ন জেলার বুথের কর্মীদের সঙ্গে ভোট প্রস্তুতি ও রাজ্যের মানুষের মতামত কী তা যাচাই করতে ভার্চুয়ালি কথা বলেন মোদি। 'আমার বুথ সবচেয়ে মজবুত' কর্মসূচির অঙ্গ এটি।

পাঁচের পাতায়

পদ্মযোগের পুরস্কার!

জেড সুরক্ষা অর্জুনকে, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তায় অভিজিৎও

স্টাফ রিপোর্টার : বিজেপিতে ফেরার 'পুরস্কার'। নিরাপত্তা বাড়ল বারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের। জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেলেন তিনি। পাশাপাশি ভোটের আগে বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়া হল তমলুকের বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে। অভিজিৎকে 'ওয়াই' ক্যাটাগরির সুরক্ষা দিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। একজনের বিজেপিতে প্রত্যাবর্তন এবং আরেকজনের বিজেপিতে যোগদানের এটা 'পুরস্কার' বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে শুধু বারাকপুর ও তমলুকের বিজেপি প্রার্থীর জন্যই নয়, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হল বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ বর্মন ও কোচবিহার জেলায় দলের রাজ্য পদাধিকারী তাপস দাসের জন্যও। এই দুই নেতার জন্য অবশ্য 'এক্স' ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, উনিশের লোকসভা ভোটে তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে শিবির বদল করেছিলেন অর্জুন সিং। বিজেপির টিকিটে জিতেও আসেন। পরে আবার তৃণমূলে যোগদান করেন। এবার তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে সম্প্রতি ফের বিজেপিতে যোগ দিলে বারাকপুর

পাঁচের পাতায়

মায়ের বার্তা তুলে চ্যালেঞ্জ মহুয়ার

'গ্রেপ্তার করলে তোমার হয়ে মনোনয়ন জমা দিতে যাব আমি'

■ প্রচারে মহুয়া মৈত্র। বুধবার।

স্টাফ রিপোর্টার: সংসদের প্রশ্ন বিতর্কের জেরে ইডি-সিবিআইয়ের সাঁড়াশি চাপে প্রতিদিনই নিত্যনতুন মামলা ও সমনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে কৃষ্ণনগরের তৃণমূলপ্রার্থী মহুয়া মৈত্রকে। তৃণমূলের একাংশের পাশাপাশি খোদ মহুয়ার পরিবারও আশঙ্কা করছে, ভোটের মনোনয়ন জমার আগেই গ্রেফতার করা হতে পারে কৃষ্ণনগরের জোড়াফুল প্রার্থীকে। বস্তুত সেই আশঙ্কা থেকেই মেয়ে মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে মা মঞ্জু মৈত্র হোয়াটসঅ্যাপে বুধবার বার্তা পাঠালেন, ''তুমি আমার নামে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি প্রস্তুত রাখো। ওরা তোমায় গ্রেপ্তার করলে আমি ভোটে মনোনয়ন জমা দেব।'' আর মায়ের সেই বার্তার স্ক্রিনশট নিজের এক্স-হ্যান্ডলে দুপুরে শেয়ার করে মহুয়া লিখেছেন, ''বিজেপির ইডি, সিবিআইয়ের এই দৈনিক প্রেমের উদ্‌যাপন নিয়ে আমার মায়ের জবাব। ইউ রক মাম্মি। আসল বাঘিনি।''

তিহার জেল নিয়ে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করে এদিন সকালেই মহুয়া প্রথমে এক্স-হ্যান্ডেলে প্রতিহিংসার রাজনীতি নিয়ে পোস্ট করেন।

পাঁচের পাতায়

শান্তির দাবি ধাপ্পাবাজি, বলছেন উপত্যকার পণ্ডিতরাই

সোমনাথ রায়
শ্রীনগর

শ্রীনগরের প্রাণকেন্দ্র লালচক থেকে গাড়িতে মিনিট পাঁচেক গেলেই আসে বারবার শাহের ফার্নিচার মার্কেট। বাব ডেম্ব রোডের ঠিক উপরেই গোল্ডেন ভিউ হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে কাউকে বললেই দেখিয়ে দেবে তার বাড়ি। পাশের সরু গলিতে ঢুকে মিনিট দুয়েক হাঁটলেই পৌঁছে যাওয়া যাবে কাশ্মীরি পণ্ডিত সংঘর্ষ সমিতির সভাপতির ঠিকানায়। কাঠের সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ছোট্ট ঘরে বসে যা বললেন হাজার উপদ্রবেও উপত্যকা ছেড়ে না যাওয়া পণ্ডিত, তা শুনে মনে জাগতে পারে নানা প্রশ্ন। এই কথাগুলি কোনও কাশ্মীরি পণ্ডিতেরই তো? তাহলে কেন্দ্র যা যা দাবি করছে সেগুলি পুরোটাই ধাপ্পা? জানালেন, লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ পর্যন্ত তাঁদের সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। এছাড়াও ৩৭০ ধারা বাতিল পরবর্তী ভূস্বর্গের হালহকিকত নিয়ে ঠিক কী কী বললেন, চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

■ শ্রীনগরের লালচকের কাছে নিজের বাড়িতে সঞ্জয় টিক্কু। ছবি : প্রতিবেদক

> **কে কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, কার পকেট থেকে পিস্তল বেরিয়ে আসবে কেউ জানে না। পাথরবাজি বন্ধ হয়েছে ঠিক, বদলে হাতে হাতে পিস্তল।**
>
> **সঞ্জয় টিক্কু,** সভাপতি, কাশ্মীরি পণ্ডিত সংঘর্ষ সমিতি

■ পরিস্থিতি কেমন

পর্যটকদের জন্য ভাল ঠিক, তবে আমাদের, মানে সংখ্যালঘুদের জন্য মোটেই নয়। ২০১৯ সালে জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার পর দীর্ঘ ১৮ বছর বাদে আবার উপত্যকায় শুরু হল 'টার্গেট কিলিং'। তারপর থেকেই কাশ্মীরি পণ্ডিত, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পরিস্থিতি একেবারেই আর ভাল নেই। নিরাপত্তা ছাড়া বিজেপি নেতারা ঘুরতে পারবে? গত বছর রাহুল গান্ধীজি তো কোনও নিরাপত্তা ছাড়াই কাশ্মীর ঘুরে গেলেন। জে পি নাড্ডাজিকে বলুন নিরাপত্তা ছাড়া লালচকে গিয়ে দেখান। আসলে বিজেপিও জানে কাশ্মীরের পরিস্থিতি একেবারেই ভাল নয়। এ হল শ্মশানের নিস্তব্ধতা। আগ্নেয়গিরিতে লাভা জমে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। যেদিন তা বেরিয়ে আসবে, কী যে হবে আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারছি না। পুরো দেশ জ্বলবে। এখানে আমরা তিন হাজার আছি, মারা যাব ঠিক আছে। ভাবুন ভারতের কী হবে?

■ উপত্যকা শান্ত

১৯৯২ থেকে শুরু করে বিজেপি বারবার কাশ্মীরি পণ্ডিতদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে।

পাঁচের পাতায়

দক্ষিণবঙ্গে আরও চারদিন লু চলবে

স্টাফ রিপোর্টার: প্রবল গরমে নাভিশ্বাস উঠছে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্যে জেলাশাসকদের বিশেষ নির্দেশ দিল নবান্ন। বুধবার এক জরুরি ভিত্তিতে জারি করা নির্দেশিকায় জেলাশাসকদের বিদ্যুৎ দপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করতে বলা হয়েছে। জলসংকট বা বিদ্যুতের জোগানের সমস্যা হলে আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানের মতো জেলাগুলির কথা মাথায় রেখে জলসংকটের পরিস্থিতি এড়াতে বিশেষ জোর দিয়েছে নবান্ন। প্রয়োজনে এলাকায় এলাকায় জলের ট্যাঙ্ক পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের তরফে রাজ্যবাসীর জন্য একাধিক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যেমন সুতির হালকা পোশাক পরা, রোদ্দুরে বেরোলে ছাতা ব্যবহার , শরীরের জলের জোগান ঠিক রাখতে বারবার জল, ওআরএস ও লস্যি পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সপ্তাহান্তে বৃষ্টির আশা, তবে কমবে না অস্বস্তি

দেশজুড়ে তাপপ্রবাহ চলছে। ভোটের মুখে তাপপ্রবাহ নিয়ে জনগনকে সচেতন করা হয়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য উচ্চ পর্যায়ের

পাঁচের পাতায়